মুজিবনগরে করোনা উপসর্গে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ভয়ে কমিটির পলায়ন

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে মুজিবনগরের জন্য আলেমদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটির ৫ জন সদস্য করোনা আক্রান্ত বা করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করার কথা। কিন্তু আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগরের ভবের পাড়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনে অপারগতা প্রকাশ করে।

পরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনির উদ্যোগে লাশটি দাফন করা হয়।

এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসটি হুবহু তুলে ধরা হলো –

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি……

পাঁচজন আলেমই অপারগতা প্রকাশ করে চলে গেলেন!!!!!

মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামে আজ একজন করোনা সন্দেহভাজন ব্যক্তি মারা গেলেন। ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরীক্ষার জন্য আজ তাঁর স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে কিন্তু ফলাফল আসেনি।

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে মুজিবনগরের জন্য আলেমদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । ইতঃপূর্বে একদিন আমার অফিসে ডেকে তাদের ব্রিফিংও করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য আজ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক গঠিত পাঁচজনসহ মোট ছয়জন আলেমকে ডাকা হয়। করোনা সন্দেহে মৃত্যুর কথা শুনে পাঁচজন সদস্যই অপারগতা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন “আগে থেকে

তাঁদের বলা হয়নি করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে দাফন করতে হবে।” আমি তাদের অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলাম, যে ব্যক্তি মারা গেছেন তিনি হয়ত করোনা আক্রান্ত না, শুধু সন্দেহের কারণে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া এই কমিটিতো শুধু করোনার কারণে মৃত্যু বা করোনা সন্দেহ মৃত্যু ব্যক্তিদের দাফনের জন্য গঠিন হয়েছে। তথাপিও নানা অজুহাতে তারা একজন-দুইজন করে আমার কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। আমরা তখন খুব বিপদে পড়ে যাই এবং অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে পড়ি।

তখন ডিসি স্যারের সাথে আলোচনাক্রমে আমি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনজন একসাথে লাশ দাফনের জন্য যাত্রা করি। হুজুরদের জন্য আনা পিপিই স্থানীয় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্য থেকে চার যুবককে পরানো হয়।

জানাজা পড়ানোর জন্য আমরা নিজেরাই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ মুহুর্তে মাওলানা তৌহিদুল ইসলাম, ইমাম, গোপালনগর জামে মসজিদ এসে জানাজায় ইমামতি করেন। অনেক ধন্যবাদ হুজুরকে।

অতঃপর আমরা তিনজন কর্মকর্তা ও পাঁচজন যুবক মিলে লাশ দাফন করলাম।

শুধু একটি বিষয় অজানা রইলো,পাঁচজন আলেম আমাদের কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে করোনা উপসর্গ নিয়ে ১ জনের মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে ইদ্রিস শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

মৃত ইদ্রিস শাহ মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়া গ্রামের সুফল শাহর

ছেলে।

মৃত ইদ্রিস শাহর ছোট ভাই ফোয়াদ শাহ জানান, বুধবার সকালে আমার ভায়ের মাথা ব্যাথা শুরু হয়। এজন্য প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়৷ সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মখলেছুর রহমান জানান, মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে ইদ্রিস আলি হাসপাতালে আসে। পরে দুপুরে তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে করোনায় আক্রান্ত ছিল কি না।

মেপ্র/এমএফআর

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩৯০ জনের করোনা আক্রান্ত

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩,৭৭২।

আজ বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,০৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচজন। এ পর্যন্ত মোট ৯২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে ৪৩৪ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং আরও ৯ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গতকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৩,৩৮২ জন এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১১০ জন। এছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন আরো দুইজন। গতকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়েছিলেন ৮৭

জন।

বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

করোনার থাবা মেহেরপুরে:: শহরে রিক্সা, ইজিবাইক ও ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ

মেহেরপুরে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর মেহেরপুরে যানবাহন চলাচলে নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন।
আজ বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে মাইকিং করে এ সংক্রান্ত ঘোষনা দেওয়া হয়। এ ঘোষনা সাথে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

মুজিবনগরের ব্র্যাক অফিস লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্র্যাক অফিসের এক স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা সনাক্ত হওয়ার পর মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস অফিস লকডাউন করা হয়েছে। আজ সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনি এ ঘোষনা দেন। একই সঙ্গে ব্র্যাক অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে না এসে বাসায় বসে কাজ করার নির্দেশ দেন। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ব্র্যাক অফিসে ২৩ জন স্টাফের মধ্যে ১৭ জন অফিস নিবাসী এবং ৬ জন বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন। এদের মধ্যে অফিসের ১৭ জনকে অফিসে থাকার এবং বাকি ৬ জনকে নিজ নিজ ভাড়া বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা সনাক্ত হওয়া ওই কর্মীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। দাপ্তরিক কাজে গত ২০ তারিখে কুষ্টিয়া গেছিলেন। ওই দিন থেকে হালকা জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি সেই সন্দেহে স্বেচ্ছায় নমুনা পাঠানোর স্বাস্থ্য বিভাগকে জানিয়েছিলেন।

করোনায় মারা গেল আরও ৯ জন, নতুন আক্রান্ত ৩০৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩০৬ জন।

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩০৬ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৪ জনে। । এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২,১২৪।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

রাতের আধারে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ১ নং ওয়ার্ডে ৩৫০ টি পরিবারে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

মেহেরপুরে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির করোনা নেগেটিভ

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

গতকাল শুক্রবার করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৩ জন সহ মোট ২৭২ জনের। গতকাল ফলাফল এসেছে ১ জনের আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির তারও করোনা নেগেটিভ।

এর আগে রিপোর্ট এসেছিল ১০৬ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৭ জনের

করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ৩০৫ জন, প্রাতিষ্ঠানিকে ১৭ জন। আইসোলেশনে একমাত্র রোগীটি করোনা মুক্ত।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।

এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।

পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

কুষ্টিয়া চাল নিয়ে চালবাজি, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস সিকুর অটো গ্যারেজে রাখা ৮০ বস্তা চাউল নিয়ে নানা গুঞ্জন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ওই গ্যারেজে অভিযান চালায়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে গোডাউন সিলগালা করে।

জানা যায়, সিকু একজন অটো গ্যারেজ মালিক। তার সাথে স্থানীয় এক কাউন্সিলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দুই অটো যোগে এই চাউল সিকুর অটো গ্যারেজের পাশের গোডাউনে রাখে। এই দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তারা প্রশাসনকে জানায়।

স্থানীয়দের দাবি, এই চাল ত্রাণের। গভীর রাতে বস্তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে সিকুর সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল বিকেলে এই চাউল মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স (দোস্তপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া) থেকে ক্রয় করে সজল ষ্টোর। আমি সেই চাউল আমার গোডাউনে রেখে দিয়েছি। ৮০ বস্তা চাউল ৮৮ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কোন সরকারি চাউল না। এই চাউল সজল ষ্টোরে না রেখে আপনার এখানে রাখার কারণ কি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ওখানে রাখার জায়গা নেই বলে এখানে রাখা।

এদিকে মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স এর প্রোপাইটর সেলিম উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে এই চাউল কেনে সিকু।

এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমরা আপাতত এই চাউলের গোডাউন সিলগালা করলাম। পরে তদন্ত করা হবে।

এদিকে এলাকাবাসী আরো জানান, চৌড়হাস এলাকায় ত্রাণ নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। অনেকেই চাউল পায়নি। এই এলাকার কাউন্সিলর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা সমস্যা আছে। তাদের দাবি এবিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের।